কিভাবে নামাজ পড়িতে হয়

মাওলানা আব্দুল আলী

কিভাবে নামাজ পড়িতে হয়

মাওলানা আব্দুল আলী

প্রচারে

মাওলানা আব্দুল আলী ফাউন্ডেশন

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
মরহুমের নাত-নাতনী

স্বত্ব লেখকের

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ১৯৫০
দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৬৬
তৃতীয় প্রকাশ ১৯৮১

চতুর্থ প্রকাশ
বৈশাখ ১৪১৫
রবিউস সানি ১৪২৯
মে ২০০৮

মুদ্রণে
আল-ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য ঃ পনের টাকা মাত্র

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মরহুম মাওলানা আব্দুল আলীর পরিচিত যারা এখনো জীবিত আছেন, তাঁরা মাঝে মাঝেই আমাদের আব্বু ও চাচাদেরকে দাদাজানের লেখা বইগুলো প্রকাশ করার ব্যাপারে অনুরোধ করেন। তাঁদের এই অনুরোধের সাথে অন্তর থেকে একমত হওয়া সত্বেও আর্থিক সংকুলানের কারণে এতদ্দিন এই অনুরোধ রাখা সম্ভব হয়নি।

সম্প্রতি মাওলানা আব্দুল আলী ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে দাদার ভক্ত অনুরক্ত ও শুভাকাঙ্খীগণ একটি সেমিনার করার উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানতে পেরেছি। এই সেমিনার উপলক্ষে আমরা দাদাজানের লেখা বইগুলো পুন:প্রকাশের সাহস করেছি। তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে খুবই জনপ্রিয় বই "কিভাবে নামাজ পড়িতে হয়" বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সে মতে বইটি প্রকাশ করা হলো।

সকলের সহযোগিতা পেলে এই বইটি পুন:মুদ্রণ ও দাদাজানের লেখা অন্যান্য বইগুলো প্রকাশ করার জন্যও আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হোক- সে জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করি, তিনি যেন পবিত্র এই সিদ্ধান্তটিকে কবুল করেন।

নাত-নাতনী

মরহুম মাওলানা আব্দুল আলী

৩ মে, ২০০৮

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

মরহুম মাওলানা আবদুল আলী ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মানিকগঞ্জ মহকুমার বহুলাতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মরহুম হাফেজ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। জনাব আবদুল আলী কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেন। খেলাফত আন্দোলনের সময় মওলানা হুসাইন আহমদ মদনী (র:) নাখোদা মসজিদে একটি জাতীয় মাদ্রাসা স্থাপন করলে তিনি সেখানেও কিছুদিন পড়াশুনা করেছিলেন।

মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে মাওলানা সাহেব ফরিদপুর এসে ময়েজ উদ্দীন হাই মাদ্রাসায় প্রধান মওলানা হিসেবে শিক্ষকতা শুরু করেন। এ সময় থেকেই তিনি স্থায়ীভাবে ফরিদপুরে বসবাস করতে থাকেন।

ফরিদপুর এসে মরহুম মাওলানা আবদুল আলী মুসলিম সমাজের পুনর্জাগরণের জন্যে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে থাকেন এবং নানাবিধ জনহিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালীন মুসলিম জাগরণের প্রতীক কমলাপুর ব্যায়াম সমিতি এবং কোহিনূর পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

অত:পর ফরিদপুর জেলা বোর্ড একটি বৃত্তি দিয়ে তাঁকে তিব্বীয়া কলেজে হেকিমী পড়ার জন্য দিল্লী প্রেরণ করেন। সেখানে তিনটি বিষয়ে স্টারমার্কসহ তিনি প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেন। বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই গৌরবের অধিকারী হন।

মরহুম একজন খ্যাতনামা মুফাস্‌সির ছিলেন। আজীবন সমাজসেবার পাশাপাশি তিনি কুরআন শরীফের চর্চা করেছেন। মাওলানা সাহেব অনেকগুলো গবেষণামূলক পুস্তক প্রণয়ন করেছেন। তাঁর রচনা সুধী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি খুবই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১৯৬২-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত নির্বাচিত এম. পি. এ. ছিলেন। মহান চরিত্র এবং বিরল ব্যক্তিত্বের জন্যে মরহুম এতদঞ্চলের সর্বজনের শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন।

মরহুম মাওলানা আবদুল আলী ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হজ্জ করার জন্য মক্কা শরীফে যান এবং ২৯ ডিসেম্বর সৌদি হাসপাতালে ইনতেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মক্কা শরীফে জান্নাতুল মাহ্‌লায় তাঁকে দাফন করা হয়। সেখানে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন।

www.pathagar.com

কিভাবে নামাজ পড়িতে হয়

আমি নামাজ পড়িব- সত্যিকারের 'সালাত' আদায় করিব।

আমি মুসলমান–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهُ

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

'আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই। মোহাম্মদ মোস্তফা (স:) আল্লাহর রসূল'- ইহা আমার কলেমা- আমার জীবনের মূলনীতি, আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়াছি- একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও গোলামী করা যায় না। আমি স্বীকার করিয়াছি আমি শুধু আল্লাহর গোলাম।

জীবনের সকল দিক সকল ক্ষেত্রে শুধু তারই হুকুম ও বিধান মানিয়া চলিব।

আমি আরও বিশ্বাস করি এবং স্বীকার করি:

'হযরত মোহাম্মদ (স:) আল্লাহর প্রেরিত রসূল' তিনি তাহার নিকট হইতে সকল হুকুম আহকাম এবং মানুষের জন্য তাহার দেওয়া সকল বিধান ও ব্যবস্থা আমাদের নিকট লইয়া আসিয়াছেন এবং একটি নির্ভুল নিখুঁত আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আল্লাহর বান্দাহ হিসাবে- একান্ত বাধ্যানুগত দাসরূপে তাহার নিকট হইতে রাসূলের আনিত সকল আদেশ ও নির্দেশ এবং সকল বিধান ও ব্যবস্থা আন্তরিকতার সহিত মানিয়া চলিব।

আল্লাহ বলিয়াছেন :

اَقِمِ الصَّلٰوةَ 'আকিমিস্‌সালাতা'- সালাত কায়েম কর।

আল্লাহ তায়ালার হুকুম মত এবং রাসূলের বলিয়া দেওয়া ও দেখাইয়া দেওয়া নিয়মে আমি 'সালাত' (নামাজ) কায়েম করিব।

সব কিছু ছাড়িয়া— সব কিছু ভুলিয়া আল্লাহ-তায়ালার কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-নিবেদনই আল্লাহর নির্দেশিত 'সালাতে'র প্রাণ! রসূলের দেখানো পূর্ণ নিয়ম-কানুনের সহিত ধীরে সুস্থে বুঝিয়া ধ্যানরত চিত্তে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া

www.pathagar.com

নামাজ পড়াই প্রকৃত পক্ষে 'সালাত' কায়েম করা। শুধু এইরূপ সালাতই আনিতে পারিবে আমার জীবনে পরিবর্তন।

আল্লাহর এই হুকুম পালন করিয়া এই 'সালাতে'র মাধ্যমেই আমি আমার সারাটি জীবনে আল্লাহর গোলামী করার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিব।

জাগ্রত মন লইয়া বুঝিয়া সুঝিয়া ঐকান্তিকতার সহিত যদি নামাজ পড়িতে পারি তবে সেই নামাজই হইবে সার্থক নামাজ আর তাহাতেই আসিবে দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা। জীবন ভরিয়া উঠিবে পবিত্রতায়।

আমি 'সালাত' আদায় করিব :

ঐ শুনা যায় মোয়াজ্জিনের আজান

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ   اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহু আক্‌বর-আল্লাহু আক্‌বর; আল্লাহু আক্‌বর-আল্লাহু–আক্‌বর

'আল্লাহ অতি বড়, আল্লাহ অতি বড় তার চেয়ে বড় আর কেহ নাই কোথাও।

মোয়াজ্জিনের সুরে সুর মিলাইয়া আমিও বলিব:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ   اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ

আল্লাহু আক্‌বর-আল্লাহু আক্‌বর; আল্লাহু আক্‌বর-আল্লাহু আক্‌বর

মোয়াজ্জিন বলিতেছে:

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰه   اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰه

আশ্‌হাদু আল্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ; আশ্‌হাদু আল্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নাই।'

আমিও তাই বলি:

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰه   اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰه

আশ্‌হাদু আল্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্; আশ্‌হাদু আল্‌ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্

মোয়াজ্জিনের সাক্ষ্য:

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ   اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্; আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্

'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (স:) আল্লাহর রসূল'।

www.pathagar.com

আমারও অন্তরে জীবন্ত করিয়া তোলে হুজুরে আকরাম (স:)-এর রেসালতের একীন ও স্বীকৃতি। আমিও মনে মুখে সাক্ষ্য দেই:

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ   اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্; আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্

(صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (ছাল্লাল্লাহু আলাইহে-ওয়াসাল্লাম)

আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে মোয়াজ্জিন ডাকিতেছে:

حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ   حَىَّ عَلَى الصَّلٰوة

হাইয়া আলাস্সালাহ্ হাইয়া আলাস্সালাহ্

حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ   حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ

হাইয়া আলাল্ ফালাহ্ হাইয়া আলাল্ ফালাহ্

'এস নামাজের দিকে, এস মঙ্গলের দিকে, এস কল্যাণের দিকে।'

আমিও আমার নিজেকে- আমার রূহকে আহ্বান করিয়া বলি:

আমার হাতের সকল কাজ ফেলিয়া এখন মোয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া দিতে হইবে। মোয়াজ্জিনের মুখের এ ডাক, আল্লাহরই তরফ হইতে- ইহা রসূলেরই তালিম। কিন্তু অক্ষম আমি সমস্ত সামর্থ্য ও শক্তির কেন্দ্র আল্লাহর নিকট হইতে তাওফিক প্রার্থনা করি অতি কাতর কণ্ঠে। আমার 'সালাত' আদায় করার– আমার মঙ্গল ও কল্যাণ লাভ করার শক্তিকেন্দ্র আল্লাহ। তাই আজানের উত্তরে আমার অন্তর হইতে ধ্বনিত হয়:

(لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰه)

লা হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ

আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত আমার করিবার ক্ষমতা নাই কিছুই। আমি সব কাজে সাহায্য চাই সেই আল্লাহর।

অবশেষে মোয়াজ্জিন যখন পুনরায় বলেন:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰه

'আল্লাহু আক্বর- আল্লাহু আক্বর; লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'

তখন নিজেও মুখে ইহা বলিয়া অন্তরে আমার আল্লাহ-তায়ালার একত্ব ও সার্বভৌমত্ব জাগাইয়া মনে করি সেই মহান বিরাট আল্লাহ-তায়ালার দরবারে

www.pathagar.com

হাজির হইয়া তাহার বন্দেগী করা কত বড় সৌভাগ্য। ইহাতে অবহেলা ও ত্রুটি করা কত বড় দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনা।

মসজিদে প্রবেশ করার সময় আল্লাহর ঘর ও তাহার দরবারে প্রবেশ করিতেছি এই কথা মনের মধ্যে জাগাইয়া খুবই আদবের সহিত ডান পা আগে মসজিদে রাখিয়া এই দোয়া পড়িবে :

رَبِّ اغْفِرْ لِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

'রাব্বিগ্‌ফিরলি যুনুবী ওয়াফ্‌ তাহলী আব্‌ওয়াবা রাহমাতিকা'

'হে আমার রব, আমার সমস্ত অপরাধ তুমি মাফ করিয়া দাও এবং তোমার রহমতের দরজা আমার জন্য খুলিয়া দাও।'

ওজু করিবার সময় মনের মধ্যে এই খেয়াল করিতে হইবে যে, আমাকে আল্লাহ-তায়ালার নিকট পাক ছাফ হইয়া হাজির হইতে হইবে। আল্লাহ-তায়ালার ইহাই হুকুম। হযরত নবী করিম (স:) বলিয়াছেন যে, 'ওজুর সময় সংশ্লিষ্ট অঙ্গগুলির সমস্ত গোনাহ্‌ ধুইয়া যায়।'

- 'কিয়ামতে ওজুর জায়গাগুলি আলোকিত হইবে।' ইহাতে এই উম্মতের সমস্ত মুসল্লীকে অন্যান্য লোকদের হইতে পৃথকভাবে চেনা যাইবে। এই সব কথা মনে রাখিয়া আল্লাহ-তায়ালার ফজল ও করম এবং রহম ও দয়ার পুরা আশা অন্তরে আনিয়া ওজু করিতে হইবে। ওজুর সমস্ত সুন্নত ও মুস্তাহাবগুলির প্রতি খেয়াল রাখিতে হইবে। বিশেষত: মেসওয়াক অবশ্য করিবে এবং খেয়াল করিবে যে, আমার মওলা ও প্রভুর নিকটে এই মুখ দিয়া কিছু নিবেদন জানাইতে হইবে এবং তাহার পাক কালাম তাহার সামনে দাঁড়াইয়া পড়িতে হইবে। রসূলুল্লাহ (স:) নিজেও মেসওয়াক করার প্রতি খুবই খেয়াল রাখিতেন আর অন্যকেও মেসওয়াক করার জন্য তাগিদ করিতেন।

ওজু করিয়া মনে করিবে যে, এ'ত আমি শুধু বাহিরের পরিচ্ছন্নতা লাভ করিলাম, শরীরকে পাক করিলাম।- ইহা হইতেও বেশি দরকার ভিতরের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা। অর্থাৎ অন্যায় এবং খারাপ ইচ্ছা ও খেয়াল হইতে এবং গোনার অপবিত্রতা হইতে দিলকে পরিষ্কার করিতে হইবে। কারণ আল্লাহ-তায়ালা হাত পা মুখ ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের চেয়ে বেশী দেখেন দিল ও মনকে। সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ-তায়ালার নিকট হাজির হওয়ার জন্য হাত পা ইত্যাদি কয়েকটি জাহিরি অঙ্গকে ধুইয়া পরিষ্কার করিল কিন্তু মনকে

www.pathagar.com

ছাফ ও পরিষ্কার করিবার চিন্তা করিল না সে ত আহাম্মক ও বে-ওকুফ। যে মালেক মওলা ও প্রভুর নিকট তাহাকে হাজির হইতে হইবে, আর যাহার নিকট কিছু নিবেদন করিতে হইবে সে ত সব চাইতে বেশী দিলকেই পাক ও ছাফ দেখিতে চায়। দিলকে পাক ছাফ করিতে হইলে সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ, শয়তানী বজ্‌জাতি ও নফছের খাহেশ পরিত্যাগ করিয়া তওবা ও এস্তেগফার করিতে হয়। সুতরাং ওজু করার পর আল্লাহ-তায়ালার কাছে সমস্ত গোনাহ মাফ চাহিতে হয় এবং সংকল্প করিতে হয় যে, আর কোনরূপ অন্যায় ও গোনাহর কাজ করিব না।

নামাজে খাড়া হইবার সময় কিয়ামতে যে আল্লাহ-তায়ালার সামনে দাঁড়াইতে হইবে সেই কথা মনে করিতে হয়। আর মনে করিতে হয় যে, আল্লাহ আমাকে বড় ভালবাসেন। তিনি আমার কত উপকার করেন আর আমি তার গোলাম হওয়া সত্বেও কত অপরাধই না তার কাছে করিয়াছি- কত হুকুমই না তার অমান্য করিয়াছি। শরমে ও অনুতাপে আল্লাহ্-তায়ালার কাছে নোয়াইয়া পড়িবে আর মনে করিবে- এখন আমি তাহার কাছে হাজির হইয়াছি, তাহার অতি কাছে। এই নামাজ যদি আমার ভাল হয়, সুন্দর হয় তবেই আমি সকল অন্যায় ও গোনাহের কাজ হইতে নিজকে বাঁচাইয়া সৎভাবে ও ন্যায়ের পথে থাকিয়া জীবনের সব কাজ করিতে পারিব,- জীবনে সকল রকম ভাল কাজ করিতে পারিব আর তবেই কিয়ামতের দিন আমার খোশ্‌ কিসমত হইবে। আর যদি নামাজ আমার ভাল না হয়, সুন্দর না হয়- ভাল করিয়া মন দিল দিয়া নামাজ পড়িতে না পারি, তবে জীবন আমার বিড়ম্বনায় আর ব্যর্থতায় ভরিয়া যাইবে- অন্যায় ও গোনাহের কাজ হইতে নিজকে বাঁচাইতে পারিব না- জীবনে কোন ভাল কাজ করিতে পারিব না, কেয়ামতের দিন আমার বদ কিসমত হইবে আর চিরকাল অশান্তিতে কাটিবে। সুতরাং খুব মনোযোগ দিয়ে দিল ও জান দিয়া বুঝিয়া বুঝিয়া ধীরে সুস্থে আমাকে নামাজ পড়িতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ-তায়ালার কাছে দোয়া করিয়া লইতে হইবে- হে আল্লাহ! আমি যেন খুব ভাল করিয়া সুন্দর করিয়া নামাজ পড়িতে পারি। যেরূপ নামাজ পড়িলে তুমি সন্তুষ্ট থাক, সেইরূপ নামাজ যেন পড়িতে পারি।- যেরূপ নামাজ পড়িলে আমার উপকার হইবে, দুনিয়া ও আখেরাতে আমার ভাল হইবে, যেরূপ নামাজ পড়িলে আমি জীবনে সৎ হইয়া তোমারই হুকুম মত আর তোমারই খুশী মত চলিতে পারিব সেইরূপ নামাজ পড়ার তুমি আমাকে তওফিক্‌ দাও- শক্তি দাও।

www.pathagar.com

নামাজে কেবলা দিকে দাঁড়াইয়া খেয়াল করিতে হইবে যে, যেরূপ আমি আল্লাহর কাবা ঘরের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছি ঠিক সেইরূপে আমার সমস্ত অন্তরকে আল্লাহ-তায়ালারই দিকে পুরাপুরিভাবে ফিরাইয়া দিয়াছি। এখন আমার মনকে সকল দিক হইতে ফিরাইয়া আনিয়া শুধু তাহারই দিকে রুজু করিয়া দিয়াছি- আমার মন এখন তাহারই দিকে। এইরূপ খেয়াল করিয়া খুবই আন্তরিকতার সহিত এবং মনোযোগের সহিত মুখেও পড়িবে :

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ -

'ইন্নি ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজ্হিয়া লিল্লাজি ফাতরাস্ সামাওয়াতে ওয়াল্ আরদা হানিফা ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন'

'নিশ্চয়ই আমি পূর্ণ ঐকান্তিকতার সহিত আমার সেই আল্লাহর দিকে মুখ করিয়া দাঁড়াইয়াছি যিনি আসমান-জমিন সবকিছু পয়দা করিয়াছেন। সকল দিক হইতে আমার মনকে ফিরাইয়া আনিয়াছি। আমি শুধু তাহারই। আমার আর কোন প্রভু নাই-মালিক নাই। আমি আর কাহাকেও মানিব না আর কাহারও কথা শুনিব না। শুধু তাহারই কথা মানিয়া চলিব।'

اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَمَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ - لَاشَرِیْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ -

'ইন্না সালাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহ্ইয়ায়ী ওয়া মামাতি লিল্লাহে রাব্বিল আলামিন লা শারিকালাহু ওয়াবিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আউয়ালুল মুস্লিমিন।'

'নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার সকল এবাদত বন্দেগী ও ধর্মানুষ্ঠান, আমার জীবন, আমার মরণ, সবই আল্লাহর জন্য, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক প্রভু। তাহার কোন শরীক নাই। ইহাই আমার উপর হুকুম। আমি তাহার একান্ত বাধ্যগত গোলাম। তাহারই কথা জীবনে সর্বদা মানিয়া চলিব।'

তারপর যে নামাজ পড়িতে হইবে মনে মনে সেই নামাজের নিয়ত করিতে হইবে। যেমন 'আমি আল্লাহ-তায়ালার হুকুমে ও তাহারই সন্তুষ্টির জন্য এশার ৪ রাকাত ফরজ নামাজ কাবা শরীরের দিকে মুখ করিয়া পড়িবার জন্য নিয়ত করিলাম।'

www.pathagar.com

নিয়ত করিয়াই আল্লাহ-তায়ালা অসীম অপার অতি বড় আর তার কাছে আমি যে কত ছোট আর অক্ষম তাহা অন্তরে জাগাইয়া তুলিতে হইবে এবং মনে করিতে হইবে যে, আল্লাহ ব্যতীত আর যাহা কিছু আছে সে সব কিছুই না। অন্তরে এই ভাব জাগাইয়া পরিপূর্ণ বিনয় ও নম্রতার সহিত ভীতি ও মিনতির সহিত মনে ও মুখে বলিবে:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ‘ আল্লাহু আক্‌বর’

আল্লাহ্ অতি বড়- তাঁর চেয়ে বড় আর কোথাও কেহ নাই।

তাহার পর অন্তরের গভীর বিশ্বাসের সহিত মনের সামনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, ‘আল্লাহ আমার অতি নিকটে হাজির, আমাকে তিনি দেখিতেছেন আর আমি তাহার কাছে অতি কাছে দাঁড়াইয়া আছি। এইরূপ জাগ্রত মন লইয়া ছানা বা সোবহানাকা পড়িবে আর মনে করিতে থাকিবে যে, আল্লাহ তাহার বিশেষ রহম ও করম- তাহার অসীম দয়া ও দান লইয়া আমার সকল কথা- আমার অন্তরের সকল মিনতি শুনিতেছেন। এ কথা মনে করিবে আর পড়িবে:

سُبْحٰنَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ

‘সুব্‌হানা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদেকা ওয়া তাবারাকাছমুকা ওয়া তায়ালা জাদ্‌দুকা ওয়া লা-ইলাহা গায়রুকা।’

হে আমার আল্লাহ, তুমি পাক-দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে- প্রতিটি প্রশংসা তোমারই, বরকতওয়ালা তোমার নাম, তোমার শান ও মর্যাদা অতি উচ্চে, তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই- তুমি ছাড়া আর কাহারও গোলামী করা যায় না।

শয়তান আমাদের দীন ও ঈমানের বিশেষ করিয়া আমাদের নামাজ ও কোরআন শরীফ পড়ার পরম শত্রু। আমার আল্লার কাছে যাহা আমি বলিব যাহা নিবেদন জানাইব সে সব নষ্ট করিয়া দেওয়ার জন্য শয়তান আমাদের চক্ষুর আড়ালে থাকিয়া সুযোগ খুঁজিতে থাকিবে- সামান্য একটু গাফলতি বা ত্রুটির সুযোগে আমাদের সবকিছু ব্যর্থ করিয়া দেওয়ার জন্য মারাত্মকভাবে চেষ্টা করিবে। শয়তানের এই দুশমনি ও নষ্টামির হাত হইতে শুধু আল্লাহ-তায়ালাই আমাকে রক্ষা করিতে পারেন। শুধু তাহারই হেফাজতে থাকিয়া আমার নামাজকে আমার সকল আবেদন নিবেদনকে সুন্দর ও জীবন্ত করিয়া

www.pathagar.com

আদায় করিতে পারিবে। নিজেকে আল্লাহ-তায়ালার সহায়তার সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী মনে করিয়া তাঁহারই আশ্রয়ের কোলে আবেগ ভরে ঢলিয়া পড়িব আর মনে মুখে বলিয়া উঠিব :

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ -

'আউজু বিল্লাহি মিনাশ্‌শায়তানির রাযীম'

'মরদুদ শয়তানের হাত হইতে আমি আল্লাহ-তায়ালার আশ্রয় লইতেছি।'

তাহার পর:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ -

'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম'

'রাহমান রাহীম আল্লাহ-তায়ালার নামে আরম্ভ করিতেছি।'

অত:পর সুরায়ে ফাতিহা শুরু করিতে হইবে।

প্রত্যেকটি আয়াত ধীরে ধীরে বুঝিয়া বুঝিয়া ভয় ও মিনতির সহিত পড়িতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমি সর্ব শক্তিমান ও দয়ালু রাব্বুল আলামীনের সাথে কথা বলিতেছি। কি কথা তাহার দরবারে দাঁড়াইয়া আমি বলিতেছি অন্তরে তাহা উপলব্ধি করিয়া প্রত্যেকটি আয়াত পড়িতে হইবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক'। যেখানে যত সৌন্দর্য- যত প্রশংসা তা সবই আল্লাহ-তায়ালার সৃষ্টি। সুতরাং সারা জাহানে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তিনি সারা জাহানের যেখানে যাহা কিছু আছে- সব কিছুকেই লালন-পালন করেন। প্রতিটি অণু-পরমাণুর সকল প্রয়োজনের তিনি খবর রাখেন আর সব কিছুই প্রয়োজন মত সরবরাহ করেন।

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - 'আর রহমানির রাহীম'

তিনি বড় রহমতওয়ালা মেহেরবান। তাঁহার রহমত ও দয়া হইতে বঞ্চিত নয় কেহই। ছোট বড় ভাল মন্দ সকলের প্রতিই তাহার সমান দয়া। জাতি-ধর্মের কোন তফাৎ নাই তাহার কাছে। যত অন্যায় অপরাধই কেহ করুক না কেন তবুও তাহার দয়া পাইবে। তিনি দয়া মায়া আর মমতার সহিত সকলকেই লালন-পালন করেন। কিন্তু আখেরাতে তাঁহার সহিত সকলকেই

www.pathagar.com

পাইবে যাহারা তাহার অনুগত, যাহারা সৎ, যাহারা ঈমান ও আমলের সম্বল লইয়া এ দুনিয়া পাড়ি দিতে পারিবে।

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন'

কর্মফলের দিনের তিনি মালিক।

যে দিন দুনিয়ার সকল সৎ ও অসৎ কাজের হিসান-নিকাশ লইয়া ভাল কাজের ভাল ফল ও পুরস্কার দেওয়া হইবে এবং অসৎ কাজের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে সেই দিনের মালিক তিনি। সেদিন কাহারও কোনরূপ ক্ষমতা থাকিবে না।

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

'ই-ইয়াকা-না'বুদু ওয়া ইয়াকানাস্তাঈন'

শুধু তোমারই আমরা এবাদত করি- তোমারই গোলামী করি এবং শুধু তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

ঈমান ঠিক রাখিয়া সৎকাজ করিতে- তোমার দেওয়া বিধান ও ব্যবস্থা মত জীবন-যাপন করিতে শুধু তোমারই সাহায্য চাই। তোমার রহমত ও সাহায্য লইয়া তোমারই গোলামীতে সারাটি জীবন কাটাইতে চাই।

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ -(اٰمِيْنَ).

'ইহ্দিনাস্ সিরাত্বল মোস্তাকীম সিরাতল্লাযীনা আন্ আম্তা আলাইহিম গায়রিল মাগদুব আলাইহিম ওয়ালাদ্দোল্লীন।' আমীন।

হে আল্লাহ্, সরল সহজ পথে আমাদিগকে চালাও। যাহাদের উপর তুমি নিয়ামত দিয়েছ তাহাদের পথে যাহাদের উপর তোমার গজব হইয়াছে তাহাদের পথে নয়। আর যাহারা পথহারা গোমরাহ হইয়াছে তাহাদের পথেও নয়। হে আল্লাহ, তুমি আমার অন্তরের এ নিবেদন কবুল কর।

সেই ন্যায় ও সত্যের পথে চলিতে আমার মন চায় যে পথের সন্ধান খোদ আমার মাবুদ রহিম রহমান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ দিবেন। সে পথে চলিতে তিনিই আমাকে সহায়তা করিবেন। আল্লাহ-তায়ালার দেখানো সেই পথে চলিয়াই মানুষ পাইয়াছে তাহার অফুরন্ত নিয়ামত ও রহমতের পুরস্কার। সে পথে যাহারা চলে নাই, তাহাদের উপর নামিয়া আসিয়াছে

www.pathagar.com

আল্লাহর গজব- আল্লাহর অভিশাপ আর কঠোর শাস্তি। সত্য ও শান্তির পথ হারাইয়া তাহারা শুধুই চলিয়াছে চির অশান্তির পথে। সমস্ত কুটিল কুপথ হইতে রক্ষা করিয়া সিরাত্বল মোস্তাকীমে আমাকে আল্লাহ তায়ালা পরিচালিত করেন- ইহাই আমার অন্তরের কামনা।

ছহীহ হাদীসে আসিয়াছে, রসূলুল্লাহ (স:) আল্লাহ-তায়ালার তরফ হইতে বয়ান করিয়াছেন : 'বান্দা যখন নামাজ পড়ে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

' আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'

সারা জাহানের প্রতিপালক রব আল্লাহ-তায়ালার জন্য সকল প্রশংসা।

তখন আল্লাহ-তায়ালা বলেন : 'আমার বান্দা আমার তারিফ করিল।'

তারপর যখন বলে :

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - 'আর্ রহমানির রহীম'

তিনি বড়ই রহমত ওয়ালা, পরম মেহেরবান। তখন আল্লাহ বলেন: আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করিল।

সে যখন পড়ে :

مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন'

তিনি বিচার ও কর্মফলের দিনের মালিক।

তখন আল্লাহ বলেন : 'আমার বান্দা আমার মহত্ব বর্ণনা করিল।'

তারপর যখন পড়ে :

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

'ই-ইয়াকা না'বুদু ওয়া-ইইয়াকানাসতাঈন'

আমি শুধু তোমারই এবাদত ও গোলামী করি আর শুধু তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

তখন আল্লাহ-তায়ালা বলেন : 'এই যে আমার তাওহীদের স্বীকৃতি, আর শুধু আমারই কাছে আমার বান্দার সাহায্য ভিক্ষা। তাহার সকল চাওয়া, সকল সাধ পূরণ করা হইবে।'

ইহার পরে যখন বান্দা পাঠ করে :

www.pathagar.com

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ -غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ -(اٰمِيْنَ).

'ইহ্দিনাস সিরাত্বল মোস্তাকীম সিরাত্বল্লাজীনা আন্-আমতা আলাইহিম; গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দ-ল্লীন।' আমিন।

তখন আল্লাহ-তায়ালা বলেন : 'এই আমার বান্দা যে হিদায়েত, যে পথের সন্ধান আমার কাছে চাইল তাহা সবই সে পাইবে।'

সূরায়ে ফাতেহার প্রত্যেক আয়াতকে বুঝিয়া বুঝিয়া ধীরে ধীরে এবং এই কথা খেয়াল করিয়া পড়িবে যে : "আল্লাহ-তায়ালা আমার সকল কথাই শুনিতেছেন আর আমার প্রত্যেক কথারই জওয়াব দিতেছেন।' যখন

'ই-ইয়াকা নাবুদুওয়া ই-ইয়াকা নাস্তাঈন' পর্যন্ত পৌঁছিবে আর আল্লাহর এই জওয়াবের কথা খেয়াল করিবে ('আমার বান্দা যাহা চাহিতেছে তাহাই সে পাইবে।') – এই সময় আল্লাহর কাছে যাহা চাহিব তাহাই পাওয়ার ওয়াদা হইতেছে– এই কথা মনে করিয়া সে যদি ভাবে : 'আমার সব চাইতে বড় প্রয়োজন সত্য পথ সন্ধানের, আর সেই পথে চলার শক্তি ও সামর্থ্যের।' সুতরাং অন্তরের অন্তস্থল হইতে গভীর আগ্রহ ও আকুলতার সহিত সেই রব্বে করিমের কাছে নিবেদন জানাইতে হইবে :

'ইহ্দিনাস সিরাত্বল্ মুস্তাকীম, সিরাত্বল্লাযীনা আন্-আম্তা আলাইহিম, গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দা-ল্লীন্।' আমীন।

'হে আল্লাহ আমাদিগকে সত্য সোজা পথে চালাও সেই সব বান্দার পথে যাহাদিগকে তুমি নিয়ামত দিয়াছ– তাহাদের পথে নয়, যাহাদের উপর তোমার গজব হইয়াছে, আর তাহাদের পথেও নয়, যাহারা গোমরাহ্ হইয়াছে। হে আল্লাহ, আমার এ দোয়া তুমি কবুল কর।'

সূরায়ে ফাতিহার পরে ছোট বা বড় যে কোন সূরাই পড়া যাক না কেন অথবা কুরআন শরীফের যে কোন জায়গা হইতে যতটুকুই পড়া যাকে না কেন তাহা আল্লাহ-তায়ালার তরফ হইতে সেই দোয়ারই উত্তর যাহা সূরায়ে ফাতিহার ভিতর দিয়া আল্লাহ তায়ালার দরবারে জানানো হইয়াছে। কারণ, সমস্ত কুরআন শরীফ সেই সিরাত্বল মোস্তাকীমের দিকেই হিদায়েত, যাহার জন্য সূরায়ে ফাতিহার ভিতরে প্রার্থনা করা হইয়াছে। 'কুরআনের প্রত্যেকটি

www.pathagar.com

আয়াতের প্রত্যেকটি কথা গভীর ধ্যানরত চিত্তে বুঝিয়া বুঝিয়া পড়িব আর মনে করিব আল্লাহ-তায়ালা আমার প্রার্থনার উত্তর দিতেছেন– আমার সহিত কথা বলিতেছেন! –আমি তাহারই নিকট হইতে তাহার কালাম শুনিতেছি।' এইভাবে আল্লাহর দেওয়া হিদায়েত অনুযায়ী জীবনকে গড়িয়া তোলার সংকল্পে মনকে মজবুত করিয়া লইতে হইবে।

যে সূরা বা যে আয়াতের অর্থ জানা আছে তাহাই নামাজে পড়া উচিত। অর্থ জানা না থাকিলে একটু চেষ্টা ও মেহনত করিয়া ছোট ছোট কয়েকটি সূরার অর্থ শিখিয়া লওয়া উচিত।

কেরাত শেষ হওয়ার পর শুক্‌রিয়া ও কৃতজ্ঞতায় বিভোর মন লইয়া আর আল্লাহ্ যে কত বড় আর আমি যে তাহার উপযুক্ত এবাদত ও শোকর আদায় করিতে কত অক্ষম তাহা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহু আকবর'

'আল্লাহ অতি বড় –তাহার বড় আর কোথাও কেহ নাই'– বলিয়া রুকু করিতে হইবে– আল্লাহতে নিবেদিত মন ও তাহারই কাছে আনত মাথা গভীর আকুলতার সহিত তাঁহার কাছে ঝুকাইয়া দিতে হইবে আর নিজের হীনতা ও দীনতাকে উপলব্ধি করিয়া মন মুখ এক করিয়া বারে বারে বলিতে হইবে :

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ –
ছোবহানা রাব্বিয়াল আযীম

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ –
ছোবহানা রাব্বিয়াল আযীম

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ –
ছোবহানা রাব্বিয়াল আযীম

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ –
ছোবহানা রাব্বিয়াল আযীম

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ –
ছোবহানা রাব্বিয়াল আযীম

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ –
ছোবহানা রাব্বিয়াল আযীম

سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ –
ছোবহানা রাব্বিয়াল আযীম।

"আমার অতি মহান রব্ব, প্রতিপালক পাক পবিত্র' এই বলিয়া ধ্যান করিবে– 'আমার যাহা কিছু প্রয়োজন সব তিনিই দিয়াছেন– তিনিই আমাকে

www.pathagar.com

লালন-পালন করিতেছেন, –ভবিষ্যতে আমি তাহারই মুখাপেক্ষী– তাহারই অফুরন্ত রহমতের ধারায় আমার জীবন-মরণ স্নিগ্ধ হইয়া উঠিবে। তিনি অতি বড়– অতি মহীয়ান–দোষ ত্রুটি ও অক্ষমতা হইতে তিনি বহু উর্দ্ধে। তাহারই কাছে আমি অবনত'। আল্লাহর কাছে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দিয়া তাহাকেই একমাত্র অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া গভীর তৃপ্তিতে ভরপুর মন লইয়া বিরাট আশা ও আনন্দের সহিত :

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه 'সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ'

'আল্লাহ, প্রশংসাকারীর সব কিছুই শুনিয়াছেন'– বলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে। মনে করিবে : 'আল্লাহ যে আমার সবই শুনিয়াছেন, – আমি কোন দিন তাঁহার রহমত হইতে বঞ্চিত হইব না, আমি যে তাঁহারই। দীনহীন অযোগ্য ও অপরাধীর প্রতি তাঁহার এত দয়া– এত রহমত।' কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে সারাটি দেহ মন- কায়মন বাক্যে ধ্বনিত হয় :

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ – 'রাব্বানা লাকাল হাম্‌দ'

'হে আমার প্রভু, তোমারই তো সব প্রশংসা, সব গুণগান।'

'এত রহমত এত গুণ তার– এত ক্ষুদ্র এত অক্ষম অপরাধী আমি।

কি দিয়া তুষিব তাহারে? কি আছে আমার? আর মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে লজ্জা হয়' :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ আল্লাহু আকবর 'আল্লাহ্ অতি বড়'

'তাঁহারই দরবারে আমার সিজদা। আমার মাথা ঢালিয়া দিলাম তাঁহারই কাছে– তাঁহারই দুয়ারে আমার সকল দেহ মন লুটাইয়া দিয়াই আমার তৃপ্তি।'

سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى – ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা

سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى – ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা

سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى – ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা

سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى – ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা

سُبْحَانَ رَبِّىَ الاَعْلٰى –

ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা।

'পাক ও পবিত্র আমার রব– আমার উচ্চতম প্রভু– তার উপর আর কেহ নাই কোথাও।'

www.pathagar.com

সারা জাহানের সব কিছুরই একমাত্র অবলম্বন আমার প্রতিপালক প্রভু। সব কিছুর প্রতিই তার অসীম রহমত। সারা জাহানের কোটি কোটি সিজদায়ও তার কৃতজ্ঞতা আদায় হয় না আর আমি কোন ছাড় কি-ই বা আমার সিজদা কতটুকুই বা ইহার মূল্য। সে যে অতি বড় অতি মহান :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহু আকবর'

'আল্লাহ অতি বড় তাহার চাইতে বড় আর কেহই নাই কোথাও।'

'সেই আমার প্রভু আমি তাহারই গোলাম। কত বড় আমার সৌভাগ্য। কি অতুলনীয় গৌরবের আমি অধিকারী। আনন্দে গর্বে মাথা তুলিয়া আমি বসিলাম। এত ছোট হইয়াও এত বড় ভাগ্য আমার। বিশ্ব প্রভুর গোলামী- সারা জাহানের মালিকের দুয়ারে মাথা ঠুকিবার সৌভাগ্য। আবার-আবার আমার মন ভরিয়া উঠে।'

اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহু আকবর'

'আল্লাহ অতি বড় তার চাইতে বড় আর কেহই নাই কোথাও।'

আবার একটা সিজদা করিয়া তৃপ্তির শ্বাস লই। জীবনের ভার বহিবার আমার কোন যোগ্যতা নাই কোন ক্ষমতা নাই। হে আল্লাহ, তুমিই ত আমার সব কিছু যোগাও। তোমার নিখুঁত রবুবিয়াতের কল্যাণেই আমার অস্তিত্ব- আমার ক্রমবিকাশ। কত মহৎ তুমি কত উচ্চে তুমি। দুনিয়ার কীট আমি কত নীচের কত অধম। কিন্তু তবুও আমি তোমার এত আপন, এত প্রিয়। তুমি অতি মহৎ তোমার তুলনা নাই তুমি পাক। আমার সকল প্রয়োজন মিটানোর মালিক হে আমার রব্ব, তুমি পাক।

سُبْحَانَ رَبِّيَ الاَعْلٰى – سُبْحَانَ رَبِّيَ الاَعْلٰى –

ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা

سُبْحَانَ رَبِّيَ الاَعْلٰى – سُبْحَانَ رَبِّيَ الاَعْلٰى –

ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা

سُبْحَانَ رَبِّيَ الاَعْلٰى –

ছোবহানা রাব্বিয়াল আলা।

দুই সিজদার মাঝখানে এই দোয়াটি পড়া উত্তম:

www.pathagar.com

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِىْ وَارْحَمْنِىْ وَعَافِنِىْ وَاهْدِنِىْ وَارْزُقْنِىْ

'আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ারহামনী ওয়া আফিনী ওয়াহদিনী ওয়ারযোকনী।'

'হে আল্লাহ্, আমাকে মাফ কর, আমাকে রহম কর, আমাকে সুস্থ সবল ও নিরাপদ রাখ, আমাকে পথ দেখাইয়া নাও এবং আমাকে জীবিকার জন্য রুজি দাও। সিজদা শেষে এই ভাব মনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে যে, আল্লাহ তায়ালার শান ও মর্যাদা আমাদের এই সিজদা ও এবাদত বন্দেগী হইতে অনেক উর্দ্ধে। এত বড় তিনি- তাহার উপযুক্ত করিয়া তাহাকে সিজদা ও এবাদত করার সামর্থ্য আমাদের নাই, অন্তরের এই অনুভূতির সহিত:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ 'আল্লাহু আকবর'

'আল্লাহ অতি বড়- তাহার চেয়ে বড় আর কেহই নাই'।

বলিয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং যে মনোভাব ও উপলব্ধি লইয়া প্রথম রাকাতে সূরা পড়া হইয়াছে সেইরূপ দ্বিতীয় রাকাতেও পড়িতে হইবে এবং ধ্যান ও চিন্তার সহিত রুকু সিজদা সবই প্রথম রাকাতের মত উপলব্ধি জাগাইয়া আদায় করিতে হইবে। মোট কথা প্রত্যেক রাকাতেই জাগ্রত মন লইয়া ধীরে ধীরে তৃপ্তি ও শান্তির সহিত পড়িতে হইবে।

দ্বিতীয় রাকাতে সিজদা দুইটি শেষ করিয়া :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ ' আল্লাহু আকবর' আল্লাহ সব চাইতে বড়।

অন্তরের উপলব্ধির সহিত মুখে বলিয়া এত্‌মিনানের সহিত বসিতে হইবে। তারপর পূর্ণ ঐকান্তিকতার সহিত আল্লাহ-তায়ালার দরবারে নিবেদন জানাইতে হইবে:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

'আত্তাহিয়্যাতো লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতো অত্তাইয়িবাতো, আস্‌সালামু আলাইকু আইয়োহান্নাবীয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাতে ওয়া বারাকাতুহু আস্‌সালামু আলাইনা ওয়া আলা এবাদিল্লাহিস সালিহীন।'

'আদব, তাজিম ও এবাদতের সমস্ত কথা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই জন্য, সমস্ত এবাদত, সমস্ত ছদ্‌কাত ও সৎকার্য আল্লাহরই জন্য। হে নবী, তোমার উপরে সালাম আর আল্লাহর রহমত ও তার সমস্ত বরকত।' 'আমাদের উপর

www.pathagar.com

সালাম ও শান্তি এবং আল্লাহ-তায়ালার সমস্ত নেক ও সৎ-বান্দার উপর।'

أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

'আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।'

'আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন মাবুদ নাই আরও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ (স:) তাহার বান্দা ও রসূল।'

শেষ রাকাতের বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু শেষ পর্যন্ত পড়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পড়িতে হইবে এবং মনে করিতে হইবে যে, আল্লাহ-তায়ালার দরবারে যে আমি পৌঁছিতে পারিয়াছি, তাহার এত কাছে আমার ঈমান ও ইসলাম পেশ করা এবং আল্লাহ-তায়ালার সাথে আমার এই যে এত নিবিড় সম্বন্ধ পাতানো, এত যে প্রাণ খুলিয়া কথা বলার সুযোগ এত সেই বিশ্ব দরদী হাবিবে খোদা (স:)-এরই বদৌলতে, তাহারই অন্তরের মমতা ভরা চেষ্টা ও সাধনার অছিলায়। তিনিই তো আমাদের পথ প্রদর্শক। বিশ্ব মানবের কল্যাণের পথে তাঁহার যে সাধনা, যে আত্মদান, যে দু:খ কষ্ট বরণ, তাহার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ-তায়ালাই তাঁহাকে দিতে পারেন। এইজন্য সেই আল্লাহ-তায়ালার দরবারে রহমতের দোয়া অর্থাৎ দরূদ শরীফের মারফতে তাঁহার বিরাট উপকারের স্বীকৃতি না জানাইয়া আল্লাহ-তায়ালার সাথে আমার এই আবেদন নিবেদনের কাজ শেষ করিতে পারি না। এই দুনিয়ার বুকে আমার দেহ ও মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তির সুযোগ- এই 'সালাত' যাহার অছিলায় পাইয়াছি তাহার উপরে দরূদ বা দোয়ায়ে রহমত' না পড়িয়া আমার এই 'সালাত' শেষ করিতে পারি না।

রসূলুল্লাহ (স:) সাহাবায়ে কেরামকে যে দরূদ শরীফ শিখাইয়াছিলেন এবং সাধারণত: যাহা নামাজে পড়া হয় সেই দরূদ শরীফ গভীর ধ্যানের সহিত পড়িতে হইবে :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى
اِبْرٰهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

www.pathagar.com

'আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন্ কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ।'

'হে আল্লাহ্, মোহাম্মদ (স:)-এর উপর এবং তাঁহার 'আল' অর্থাৎ তাঁহার সহিত সম্পর্কিত ও তাঁহার অনুসরণকারীদের উপর তোমার খাছ রহমত নাজিল কর যেরূপ হযরত ইব্রাহীম (আ:) ও আলে ইব্রাহীমের উপর করিয়াছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসার যোগ্য এবং মহৎ।'

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ -

আল্লাহুম্মা বারেক আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আলে ইব্রাহীম ইন্নাকা হামিদুম্মাজীদ।

'আয় আল্লাহ, মোহাম্মদ (স:)-এর উপর এবং আলে মোহাম্মদের উপর বরকত নাজেল কর যেরূপ তুমি হযরত ইব্রাহীম (আ:) এবং আলে ইব্রাহীমের উপর নাজিল করিয়াছ। নিশ্চয় তুমি প্রশংসার পাত্র এবং মহৎ।

এই দরূদ শরীফ পড়ার সময় বিশেষ করিয়া খেয়াল রাখিতে হয়, ইহা রসূলে করিম (স:) নিজে শিখাইয়াছেন এবং নিজে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হইয়াও হযরত ইব্রাহীম (আ:)কে নিজের চেয়ে অনেক বড় মনে করিয়া তাঁহার প্রতি আল্লাহর যে রহমত ও বরকত তাহাই নিজের জন্যও বাঞ্ছিত বলিয়া মনে করিতেছেন এবং বিনীতভাবে নিজের জন্যও সেই রূপ রহমত ও বরকতের আকাঙ্খা প্রকাশ করিতেছেন। এই দরূদ শরীফের সাথেই নামাজ একরূপ শেষ হইয়া গিয়াছে। কিন্ত মনে করিয়া দেখা দরকার, কি নামাজ আমি পড়িলাম, এত বড়, এত মহান যে আল্লাহ, তাহার কাছে যেভাবে 'আমার মনের আকুলি বিকুলি জানানো দরকার ছিল,যেরূপ আমার সকল দীনতা প্রকাশ করা উচিত ছিল যতখানি আদব ও তাজিমের সাথে তাহার দরবারে হাজির থাকা দরকার ছিল, তাহাতো কিছুই আমি পারি নাই। যতখানি আন্তরিকতা ও হুজুরে কাল্‌বের সাথে নামাজ পড়া উচিত ছিল, দেহ ও মনের যতখানি পবিত্রতা ও আকুলকতার প্রয়োজন ছিল ততখানি তো হয় নাই।

কত ভুল ও ত্রুটিতে ভরা আমার এ নামাজ। রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে গ্রহণযোগ্য হয় নাই। কিন্তু অক্ষম আমি, কত ত্রুটি কত অপরাধ আমার।

www.pathagar.com

তবু আমি তাহারই বান্দা, শুধু তাহারই। আমার জীবনের সমস্ত ত্রুটি সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমার ভিখারী রূপে মন আমার লুটাইয়া পড়িতে চায় তাহার দরবারে। তাহার রহমত ও ক্ষমার পরশে আমার নামাজের ও আমার জীবনের সকল ত্রুটি ধুইয়া মুছিয়া নিখুঁত সুন্দর হইয়া উঠিবে। তাই আশা ও বিশ্বাসে ভরপুর মন লইয়া 'রাহমাতুল্লিল আলামীন' হাবিবে খোদা মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অতি প্রিয় সহচর হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা:)কে নামাজ পড়িবার জন্য শিখানো সেই দোয়া নামাজ শেষের দরূদের পর গভীর আন্তরিকতার সহিত পড়িতে হইবে :

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِیْرًا وَّلَایَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلاَّ اَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِیْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

'আল্লাহুম্মা ইন্নি যালামতু নাফসী যুলমান কাছিরান্ ওয়ালা–ইয়াগফিরুয্যুনুবা ইল্লা আন্‌তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম্ মিন ইন্‌দিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আন্‌তাল গাফুরুর রাহীম।'

'হে আমার আল্লাহ, আমি আমার নিজের উপর বহু জুলুম করিয়াছি, আমি বড় অপরাধী। তুমি ব্যতীত আর কেহই আমার অপরাধ মাফ করিবার নাই। সুতরাং তুমি আমাকে মাফ করিয়া দাও। শুধু তোমারই ফজল ও করমে আমাকে তুমি রহম কর। নিশ্চয় তুমি ক্ষমাশীল মেহেরবান।'

এই দোয়া ও এস্তেগফারের সাথেই নামাজ শেষ করিতে হইবে। তারপর ডাইনে বাঁয়ে সালামের সহিত নামাজ হইতে বাহিরে আসিবে।

সবকিছু হইতে অনেক সরাইয়া নিবিষ্ট চিত্তে আল্লাহ-তায়ালার দরবারে কাটিয়াছে এতক্ষণ। আশে পাশের দুনিয়ায় আবার ফিরিয়া আসিল মন। নামাজের সাথী, ফেরেশতা ও আশপাশের কোটি কোটি মানবের কথা মনের দুয়ারে ভাসিয়া উঠে কি যেন এক নূতন স্নিগ্ধতা লইয়া, সবই যেন কত আপন। নামাজ শেষে নূতন করিয়া আবার সকলের সাথে মোলাকাত। ডান দিকে মুখ ফিরাইয়া অন্তরের অন্তস্থল হইতে ফুটিয়া বাহির হয় সেদিকের নামাজের সাথী, ফেরেশতা ও সেদিকের সমস্ত পূর্ব পশ্চিম ব্যাপিয়া কোটি কোটি মানবের প্রতি:

www.pathagar.com

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।'

'শান্তি তোমাদের সকলের উপর এবং আল্লাহর রহমত'

আবার বাঁ-দিকে মুখ ফিরাইয়া ঠিক তেমনি অন্তর হইতে উচ্চারিত হয় সেদিকের সকল ফেরেশতা, নামাজের সাথী ও সেদিকের সমস্ত পূর্ব পশ্চিম ব্যাপিয়া কোটি কোটি মানবের প্রতি:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।'

'শান্তি হোক তোমাদের সকলের উপর এবং আল্লাহর রহমত।

যে আল্লাহর দরবারে এতক্ষণ ছিলাম তাহারই সৃষ্টি বিশ্ব জগত তাহার কত আদরের। প্রতিটি অণু-পরমাণুর সকল প্রয়োজন সম্বন্ধে তিনি সদা জাগত। সবই তিনি সরবরাহ করেন; ছোট বড় সকলের প্রতিই বর্ষে তাহার রহমতের স্নিগ্ধ ধারা। রাব্বুল আলামীন আল্লাহ-তায়ালার বড় আদরের সেই বিশাল বিশ্বের সহিত জড়িত আমার অস্তিত্ব। সকলেই আমার প্রতি আপনার। আমি আল্লাহর গোলাম, গোলামরূপে তাহার বিশ্বের খেদমত করিতে, আমার অতি আপনারজনের সেবা করিতে আমি শুধু বাধ্য নই, ইহাতে আমার দেহ-মনের প্রকৃত শান্তি ও তৃপ্তি। বিশ্বের প্রতি আমার মাথার উপর তাহার দেওয়া যে দায়িত্ব ও কর্তব্য, তাহা আনন্দ-উৎফুল্ল অন্তর লইয়াই আমি করিব। বিশ্বের দুয়ারে আমরা সকল মানুষ ভাই ভাই, আল্লাহ তায়ালার রহমতের ধারায় সিক্ত হইয়া পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া বিশ্ব প্রভুর গোলামীতে আত্ম-নিয়োগ করিব তাহারই সন্তুষ্টির জন্য। পরস্পরের খেদমতে যে কোন ত্যাগ স্বীকারে কুণ্ঠিত হইব না। মনে-প্রাণে কাজে-কর্মে সব সময় কামনা করিব সকলের প্রতি আল্লাহর রহমত ও শান্তি। তবেই বিশ্বের দুয়ারে নামিয়া আসিবে প্রকৃত শান্তি।

সালামের পর নামাজের বাহিরে আসিয়া আবার মনে পড়ে নামাজের ভিতরকার ত্রুটি। আল্লাহ যদি এ ত্রুটি মাফ না করেন তবে 'সালাত' আমার ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ত্রুটিতে ত্রুটিতে ভরিয়া উঠিবে আমার জীবন, দুনিয়া আখেরাতের সকল আশায় হইব বঞ্চিত। আল্লাহ, আমার সকল ত্রুটি মাফ কর। আমার এ নগন্য 'ছালাত'কে শুধু তোমারই মেহেরবানী দিয়া সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য করিয়া লও। আমি যে বড় অক্ষম অপরাধী, তোমার দুয়ারে ক্ষমার ভিখারী!

www.pathagar.com

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ

'আস্তাগফিরুল্লাহ্ আস্তাগফিরুল্লাহ্ আস্তাগফিরুল্লাহ্'

'আমি আল্লাহ-তায়ালার নিকট ক্ষমা চাই।'

নামাজ পড়িবার সময় যথাসাধ্য ভাল করিয়া নামাজ পড়ার চেষ্টা করিতে হইবে এবং সালামের পর আল্লাহ-তায়ালার দরবারে নিজের কসুর ও ত্রুটি স্বীকার করিয়া অতি কাতরভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইবে।

তারপর দোয়া ও মোনাজাতে দুই হাত তুলিয়া আল্লাহ-তায়ালার নিকট যাহা ইচ্ছা চাহিবে।

নামাজ পড়িয়া যখন কর্মজীবনে ঝাঁপাইয়া পড়িব তখন এই চিন্তা আমার মনে জাগাইয়া তুলিতে হইবে: 'কিছুক্ষণ পরে পরবর্তী নামাজে এমনি করিয়াই ত আবার আল্লাহর দরবারে আমার হাজির হইতে হইবে। দুনিয়া ও আখেরাতের শান্তি ও তৃপ্তি লাভের জন্য জীবনকে সার্থক করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য এমনি করিয়া আবার তাহার দুয়ারে অন্তরের আকুলি বিকুলি জানাইতে হইবে। নামাজের মধ্যে আল্লাহর দরবারে যে সংকল্প আমার অন্তর হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, যে গোলামীর স্বীকৃতি আমি নামাজের মধ্যে দিয়া আসিয়াছি সে সংকল্প, সে একরার আমাকে আন্তরিকতার সহিত পালন করিতে হইবে। দুই নামাজের মাঝখানের সময়টুকু পুরাপুরিভাবে আল্লাহর গোলামীতে কাটাইয়া দিতে হইবে। আল্লাহ-তায়ালার সন্তুষ্টিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহারই হুকুম মত সকল কাজ করিতে হইবে। সকল রকমের অন্যায় ও পাপের কলুষ হইতে মনকে মুক্ত রাখিয়া সুন্দর ও পবিত্র মন লইয়া আবার আল্লাহর দরবারে হাজির হইতে হইবে। বিশ্ব মানবের কল্যাণ পথে সকল রকমের প্রতিকূল অবস্থা এবং সকল রকমের বাধা ও দুর্যোগ অতিক্রম করিয়া নামাজ শেষে বিশ্ব মানবের প্রতি আমার শুভেচ্ছা প্রকাশকে পূর্ণ আন্তরিকতার সহিত সার্থক করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব। এক নামাজ হইতে আর এক নামাজ পর্যন্ত আমার জীবনের সবটুকু সময়কেই নামাজের অবস্থায় উন্নীত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব।

হে আল্লাহ্, আমাদের নামাজকে এবং আমাদের সারাটি জীবনকে তোমারই মন মত করিয়া গড়িয়া তুলিবার শক্তি দাও 'জীবনে মরণে তোমারই হইয়া থাকিবার তওফিক দাও! আমীন !!"

সমাপ্ত

www.pathagar.com